ঘৃণা হয়

গত কয়েকদিন আগে বিটিভিতে প্রচারিত 'জনতার আদালত' নামক অনুষ্ঠানটি দেখলাম। অনুষ্ঠানটি দেখে মনে হলো একটি সাজানো নাটক। এই পর্বে আমন্ত্রণ জানানো হয় পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাককে। মান্যবর মন্ত্রী প্রতিটি প্রশ্নের খুবই সাবলীলভাবে উত্তর দিলেন। প্রশ্নকারীর প্রশ্ন ও মন্ত্রীর উত্তর শুনে মনে হচ্ছিল দেশে কোনো সমস্যা নেই। সম্ভবত আমার ধারণাটি সংক্রমিত হয়েছিল বিচারকের আসনে উপবিষ্ট সম্মানিত বিচারপতির। তাই অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে দেখলাম সম্মানিত বিচারপতি গালে হাত দিয়ে গভীর মনোযোগে মন্ত্রীর কথা শুনছেন। তবে কি প্রতিদিন পত্রিকায় যেসব হত্যা, রাহাজানি, খুন, ধর্ষণের ঘটনা পড়ি সবই মিথ্যে? নিজেকে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে— সত্যিই কি আমরা বিবেকবান মানুষ? এই যে আমরা এত বুলি আওড়াই তা সবই কি বলার জন্য বলা?

পপি
লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢা. বি.

অনবদ্য সংখ্যা

সাপ্তাহিক-২০০০-এর ৪১তম সংখ্যাটি বলতে গেলে অনবদ্য একটি সংখ্যা। এ সংখ্যাটির মাধ্যমে জানতে পেরেছি অনেক অজানা তথ্য। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রামের সাহসী ভূমিকা এবং মেয়েরাও সক্রিয়ভাবে

গান-পয়েন্টে ১৪ কোটি মানুষ!

১৯৫১, '৬৯, '৭১, '৯০ কয়েকটি বছর। শুধু বছরই না, জনগণের বিজয় স্মারক। জাতি যখনই দুর্দশা আর হতাশায় নিমজ্জিত হয় ঠিক তখনই জনগণ জেগে ওঠে। সঠিক কাজটিই করে। আমি হতাশ নই। জানি ঠিক সময়ই আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠবে জাতি। প্রশ্ন হল কবে? কতকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখব? আমি স্বপ্ন দেখি শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া তাদের ব্যর্থতার দায় মেনে নেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায় নেবে প্রতিটি মীমাংসাহীন খুনের, শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করবে তার মূল দায়িত্ব পালন না করার অজুহাতে। সাংসদদের উপস্থিতিতে গুলিতে প্রাণ হারাবে না আর কোনো সজল, জসিম। একটু চোখ মেললেই দেখতে পাবেন প্রতিটি খুনের পেছনে রয়েছে কোনো না কোনো রাজনৈতিক নেতার ইন্ধন। দেশের অবস্থা বিস্ফোরণোন্মুখ গান-পয়েন্টে অবস্থান করছে ১৪ কোটি মানুষের জীবন। চোখটা বন্ধ করুন আগামী ১০ মিনিট। ভাবুন আপনার সন্তান, ভাই, বোন, বাবার কথা। আপনি কি শঙ্কাহীন? যদি না হন প্রতিবাদ করুন প্রতিটি অন্যায়ের। কথা দিচ্ছি পেয়ে যাবেন বাকি ১৪ কোটি জনতার সমর্থন।

রেজওয়ানুল হক শোভন, ঢাকা, shovan13@usa.net

অনেক বাধা অতিক্রম করে আন্দোলনে যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তা সত্যিকার অর্থে আগামী প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে সেদিন যারা রাজপথ রঞ্জিত করেছে এবং যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংগ্রাম করেছে সে সব বীর সৈনিকদের আমরা অভিনন্দন জানাই। তাছাড়া এই সংখ্যায় ঝিনাইদহের এক কৃতি সন্তানের বায়ু চালিত গাড়ি আবিষ্কারের কাহিনীটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশ করায় আমরা জানতে পেরেছি তার নব আবিষ্কারের কথা। যতটা আনন্দিত হয়েছি, ঠিক ততটাই আশাহত হলাম সরকারের প্রযুক্তিমন্ত্রীর এক ধরনের অনাগ্রহতার খবর শুনে।

ইকবাল পাশা
৮ নং, শাহানশাহ মার্কেট
চকবাজার, চট্টগ্রাম

ধর্মের নামে অধর্ম

যেকোনো মৃত্যুই দুঃখের, কষ্টের। আর সে মৃত্যু যদি হয় অপঘাতে তাহলে দুঃখের সীমা থাকে না। পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়ার মৃত্যুও ঠিক তেমন। তিনি মোহাম্মদপুর নূর মসজিদ এলাকায় হরতাল চলাকালে দায়িত্ব পালনের সময় কিছু মাদ্রাসা ছাত্র তাকে মসজিদের ভেতরে নিয়ে নির্মমভাবে খুন করে। এর আগে দায়িত্ব পালনের সময় পুলিশ কর্মী নিহত বা খুন হলেও মসজিদের ভেতর কাউকে ধরে নিয়ে হত্যা করার ঘটনা বাংলাদেশে সম্ভবত এটাই প্রথম। মসজিদ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ও নিরাপদ স্থান। সেই মসজিদের ভেতরে নিয়ে একজন পুলিশ বা যে কাউকে হত্যা করার মত জঘন্য অপকর্ম কিভাবে সম্পন্ন হতে পারল তা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। ইসলামী মুখোশধারী কিছু লোকের কারণে ইসলামের ভাবমূর্তি যে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগস্ত হচ্ছে এই ঘটনাটি তারই প্রমাণ। অকারণে মানুষ হত্যা করার মত জঘন্য কাজ ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না।

শিল্পী
বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

ঢাকায় থাকি

ঢাকার চেহারা বদলে গেছে। পৃথিবীর ব্যস্ত নগরীর একটি ঢাকা। কত মানুষ এই শহরে? এর কোনো সঠিক হিসাব কারো কাছে নেই। তবে এক কোটি যে ছাড়িয়ে গেছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এক সময়ের সুন্দর ঢাকা শহর আজ এক বিশাল বস্তিতে পরিণত হয়েছে। এজন্য দায়ী নগর কর্তারা। তারা শত শত কোটি টাকা লোপাট করে দিয়ে নগরবাসীকে এক নরকে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এ শহরে কোনো মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই। পরিবেশ দূষণ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি। এ শহরের শিশুরা যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তারা এক মৃত্যুকূপে অবস্থান করছে। ধোঁয়া, ধুলা, মশা, হর্নের বিকট শব্দ, যানজট, বস্তি, ছিনতাই, অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি মিলিয়ে ঢাকা এক কুৎসিত নগরীতে পরিণত হয়েছে। যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে নিজেরা সম্পদের পাহাড় গড়েছে, বঞ্চিত করেছে জনগণকে, একদিন তাদের হিসাব দিতে হবে। ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।

ফাইয়াজ আবরার, মহাখালী, ঢাকা

ক্ষমতার পালা বদল

সরকার আসে সরকার যায়। পড়ে থাকে তাদের কর্মকান্ড আর তা থেকেই মানুষ যুগ যুগ মনে রাখে তাদের। পেছনের বেশ ক'টি সরকারের কর্মকান্ডের কথা চিন্তা করলে আমরা কি পাই? কি পেয়েছে বাংলাদেশের মানুষ? এরশাদ আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কেটে গেছে প্রায় বিশটি বছর। ক্ষমতায় আরোহণ করে বড় বড় বুলি ছেড়েছে প্রতিটি সরকার— হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা। কিন্তু কাজের কাজ কতটুকু করেছে তা বিবেকবান মানুষই ভালো জানেন। অবাধ লুটপাট, ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার কৌশল নিয়ে মেতে রয়েছে প্রতিটি সরকার। অপকর্মের প্রতিবাদ এলে পতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য প্রণয়ন করা হচ্ছে কালো আইন। যে সরকারই ক্ষমতায় যায় তার দলের নেতা, উপনেতা, পাতিনেতা পর্যন্ত হয়ে যায় কোটিপতি। এ টাকাগুলো কোথা থেকে আসে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে।

Syed Kay Khasru
Seoul, South Korea

চাই শুধু রাজনীতি

দু'জন বরাবরই দুই মেরুতে। একজন উত্তরমুখী, অন্যজন দক্ষিণমুখী। একজন যদি বলে রাত, অন্যজন বলে দিন। আমরা সাধারণ জনগণ যাবো কোথায়? একদিকে জননেত্রী অন্যদিকে দেশনেত্রী। মাঝখানে আমরা সাধারণ জনতা। না পারি প্রধানমন্ত্রীর কথা (আদেশ) ফেলতে, না পারি বিরোধীদলীয় নেত্রীর নির্দেশ অমান্য করতে। হ্যাঁ, আমাদের মহান দুই নেত্রীর কথাই বলছি। আজ সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দিবালোকে প্রকাশ্যে মানুষ খুন হচ্ছে। তাও করছে খোদ ক্ষমতাসীন মন্ত্রীর ছেলেরা। সরকার নির্বিকার। সুশৃঙ্খল মহাসমাবেশে বোমার আঘাতে নিরীহ লোক মারা গেছে। সরকার প্রমাণ ছাড়াই উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। অথচ, প্রতিটি নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তার জন্য জননেত্রী 'জননিরাপত্তা আইন' পাস করেছেন। কিন্তু, আমরা প্রতিক্ষণই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। বিরোধীদলীয় নেত্রী হরতালের নামে দুর্ভোগ বাড়াচ্ছেন। আমরা ভালোভাবে বাঁচার আশায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করি। হরতালের কারণে দিনমজুর কোরবান মিয়ার ঘরে ভাতের হাঁড়ি শূন্যে। ক্ষুধার কি জ্বালা, তা কি আমার দেশনেত্রী জানেন?

মতিউর রহমান
বড় মগবাজার, ঢাকা

বিবৃতিবাজ রাজনীতিক

সিপিবি'র সমাবেশে কে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাল তা তদন্ত না করেই দেশের দুই প্রধান নেত্রী একে অপরকে দায়ী করলেন। যেন তারা আগে থেকেই সব জানতেন। আর জানতেন যদি তাহলে কেন ব্যবস্থা নিলেন না? এতগুলো প্রাণ ঝরে গেল এজন্যে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। আজকে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের নৈতিক চরিত্রের এতটাই অবক্ষয় ঘটেছে যে, কোথাও কোনো বোমা বিস্ফোরণ কিংবা আহত-নিহত হলে একে অপরকে দায়ী করে বিবৃতি দেন। দেশের প্রতি কারো কোনো দরদ নেই। সবাই আখের গোছানোর তালে আছেন। আসামি নাকের ডগার ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃত আসামি ধরাও পড়ে না, সুষ্ঠু বিচারও হয় না। এজন্যে দেশের প্রধান দুই নেত্রীই দায়ী। পরস্পরকে দোষারোপ করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেয়ে প্রকৃত আসামিদের ধরে বিচার করুন। জনগণ খুশি হবে।

মাহাবুব হোসেন
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

হরিণ ভক্ষক মানুষ

পত্রিকা খুলেই চমকে উঠলাম। ৪টি হরিণ গাবতলী পশু হাটে উঠেছে। কোরবানির জন্য হরিণগুলো বিক্রি হবে। কোরবানির জন্য হরিণ, এমন নির্মম অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনে আর হয়নি। সারা পৃথিবী বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষায় ব্যস্ত। এ জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে উপনীত হচ্ছে। বিভিন্ন সনদে স্বাক্ষর করছে। আমার জানা মতে, বাংলাদেশও এরকম কিছু সনদে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু স্বাক্ষর করা পর্যন্তই।

পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী জানা যায়, এই হরিণ চারটি রাজশাহী সিটি করপোরেশনের। সিটি করপোরেশন হরিণ চারটি একজন লোকের কাছে বিক্রি করে। সে আবার বিক্রি করে অন্য লোকের কাছে। এভাবেই হরিণ ৪টি গাবতলী হাটে পৌঁছায়। প্রশ্ন হলো, হরিণ বা বন্য যে কোনো প্রাণী হত্যা বা বিক্রয় আইনত অপরাধ। এটা জেনেও রাজশাহী চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ হরিণ বিক্রি করলো কিভাবে? সিটি করপোরেশন মেয়র কি কোনোভাবেই তার দায়িত্ব এড়াতে পারেন? যারা সামান্য ক'টি টাকার জন্য বনের সুন্দর প্রাণী বিক্রি করতে পারেন তারা কি মানুষ! ওরা তো বনের পশুর চেয়েও অধম। আমরা কি ধরে নিতে পারি না এই হরিণ বিক্রির টাকার ভাগ রাজশাহী মেয়র থেকে পিয়ন পর্যন্ত খেয়েছে। এর জন্য তাদের কি শাস্তি হবে জানি না। আদৌ তারা বিচারের সম্মুখীন হবে কিনা সেটাও প্রশ্ন। নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্যই সকল প্রাণী সংরক্ষণের জন্য কঠোর আইন কামনা করছি। সেই সঙ্গে হরিণ পাচার ও বিক্রির সঙ্গে সে সব হায়েনা, শকুনী, ক্ষুধার্ত কুকুরদের কাঠোর শাস্তি দাবি করছি।

শীরদ, সাতক্ষীরা

ভাষা সংরক্ষণ

কয়েকদিন আগে ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী এসেছিলেন ঢাকায়। সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন ১৯৯৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে তারা ভাষা দিবস পালন করেছিলেন, যার দুটি মূল স্লোগান ছিল 'আমার মাতৃভাষা, তোমার ভ্রাতৃভাষা' 'সকল ভাষার বিকাশই সকল ভাষার প্রসার'। স্লোগান দুটি আমার খুব ভালো লেগেছে। বাংলাদেশে জনজাতিভুক্ত যেসব সম্প্রদায় রয়েছে, রয়েছে যাদের নিজস্ব বর্ণমালা ও ভাষা, তাদের জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। যদিও ব্যাপারটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও পরিশ্রমের, তারপরও এর মাধ্যমে আমরা আবারও পথ দেখাতে পারি সারা পৃথিবীকে। কিছুদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিকে একটি রিপোর্ট পড়ে আমার খুব খারাপ লেগেছে যে, প্রতিবছরই পৃথিবী থেকে কয়েকশ' ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে একেবারেই। এমনটি আর হতে দেয়া যায় না। এ ব্যাপারে আমাদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

মনোজ ভৌমিক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন।
চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

সাবাস বেক্সিমকো!

সমস্ত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে যখনই বেক্সিমকোকে দেশের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হলো তখনই আমি আশঙ্কা করেছিলাম কিছু একটা ঝামেলা হবে। আমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে বলে আমি মোটেই উল্লসিত নই, বরং এর উল্টোটা হলেই আমি খুশি হতাম। এ চিঠিটি যখন লিখছি তখন পর্যন্ত বই এসেছে মাত্র তেরোটি। তাও খুব সামান্য পরিমাণে। যার সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে নোট বই ব্যবসায়ীরা। তারা বাধ্য করছে ক্রেতাদের বইয়ের সাথে সাথে তাদের উচ্চ মূল্যের নোট বই ক্রয় করতে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আপনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। আপনিই তো বলেছেন নোট বই দেশের শিক্ষাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। অথচ আজ এসব হচ্ছেটা কি? আড়াই কোটি শিক্ষার্থী বই ছাড়া ক্লাসে যাচ্ছে। এর জন্য দায়ী অবশ্যই বেক্সিমকো এবং তাদের দোসর সরকারি আমলা কর্মকর্তারা। দেশে শিক্ষার নামে এই যে অরাজকতা চলছে তারপরও আপনি নীরব কেন?

নওশের, বাংলাবাজার, ঢাকা

এবার প্রতিবাদ

রাস্তায় চলতে গেলে ছোট্ট শিশুটি দৌড়ে এসে বলে, আফা চকলেট কিনবেন? অথবা আফা একটা বকুল ফুলের মালা ন্যান না। এ দৃশ্য নতুন কিছু নয়। পাশাপাশি শিশু অধিকার দিবসের র‍্যালি অথবা মানবাধিকার দিবসের র‍্যালি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বক্তৃতা এগুলোও নতুন কোনো আয়োজন নয়। কোনো আবেদনও সৃষ্টি করে না। তারপরও প্রতিদিন এগুলো আমাদের দেখতে হচ্ছে। এই শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের কি কখনই আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষ হিসাবে দেখতে পাবো না? না কি চিরকাল তাদের আমরা টোকাই রূপেই দেখবো? আসুন আমরা সবাই মিলে এদের জন্য কিছু করি। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার সব শিশুরই রয়েছে। যারা অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা বানাচ্ছে তাদের প্রতিরোধ করে অসহায় শিশুদের পাশে দাঁড়াই।

আলো
টঙ্গী